খেলা
Twelve Uttarbanga Sambad 25 March 2020 Jalpaiguri + Siliguri

সাহসী

করোনা আতঙ্কের মুখেও মাস্ক মুখে অনুশীলনে বক্সার অমিত পাঙ্ঘাল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **স্বর্ণদ্বীপ দাস :** তোমার প্রথম জন্মদিনে আমাদের সকলের তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা রইল। – **ঠাকুরদা, ঠাকুমা, কাকাই।**

☺ **সোনু :** আজ শুভ জন্মদিনে রইল অফুরন্ত ভালোবাসা। – **তোমার ভঞ্জন**

বাতিল টেলিকনফারেন্স, কমছে সম্ভাবনা

একবছরের জন্য স্থগিত হতে চলেছে আইপিএল

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টুইটারে শুনসান এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার, হাওড়া ব্রিজ, রেড রোডের ছবি।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ মার্চ : হঠাৎ বদলে গিয়েছে দুনিয়াটা। প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সবকিছু। শুধু রয়েছে প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে আগামীর 'নতুন সকালের' আশা! করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কাটিয়ে কবে সেই 'নতুন সকাল' আসবে, দুনিয়ার কারোর জানা নেই। নিট ফল, টোকিও অলিম্পিক এক বছর পিছিয়ে যাওয়ার খবরের মধ্যেই প্রবলভাবে সামনে আসছে ত্রয়োদশ আইপিএল পিছিয়ে যাওয়া বা স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনাও। রাতপর্যন্ত চূড়ান্ত ঘোষণা না হলেও আইপিএল স্থগিত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রবলভাবে বাড়ছে। জানা গিয়েছে, ২০২০–র বদলে ২০২১ সালে হবে ত্রয়োদশ আইপিএল।

যার হাতেগরম উদাহরণ হল, আজ আট ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের টেলিকনফারেন্স বাতিল হয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, টেলিকনফারেন্স বাতিলের পর বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন, গত কয়েকদিনে করোনা আতঙ্কের ছবিটা একেবারেই বদলায়নি। বিসিসিআই সভাপতির কথার সুরে সুর মিলিয়েছেন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের অন্যতম কর্ণধার নেস ওয়াদিয়াও। সরকারি নির্দেশ ও স্বাস্থ্যবিধির কথা গোটা দেশকে মনে করিয়ে দিয়ে তিনি আজ বলেছেন, 'আমাদের সকলের কাছে এখন মানবতাই প্রথম ও প্রধান ব্যাপার। বাকি সবকিছু তারপরে। গত কয়েকদিনে আমাদের দেশের পরিস্থিতির তেমন উন্নতি ঘটেনি। এমন অবস্থায় নতুন করে আইপিএল নিয়ে বৈঠক করার মানেই হয় না।'

দিনকয়েক আগেই ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর বিসিসিআই সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন, ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত ত্রয়োদশ আইপিএল। তার মাঝে আজ ফের পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য টেলিকনফারেন্স করার কথা ছিল। কিন্তু সেই টেলিকনফারেন্স বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও পরিস্থিতির গুরুত্বের পাশাপাশি আইপিএল আয়োজন নিয়ে অসহায়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। মহারাজ বলেছেন, 'গত দশদিনে পরিস্থিতির তেমন কোনও বদল হয়নি। আইপিএল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সময়ের সঙ্গে বর্তমানের ছবিটা খুব বেশি বদলায়নি। ফলে আমারও বেশি কিছু বলার নেই। বলতে পারেন, আমার কাছে কোনো প্রশ্নেরই নির্দিষ্ট জবাব নেই।' নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে ত্রয়োদশ আইপিএল কী মাস দুয়েক পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব? এমন প্রশ্নেরও নির্দিষ্টভাবে জবাব দিতে পারেননি মহারাজ। বরং আইসিসির আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসূচির কথা টেনে এনে মহারাজ বলেছেন, 'এভাবে পরিকল্পনা করা যায় না। কারণ, এফটিপি (ভবিষ্যৎ টুরস অ্যান্ড ফিক্সচার) আগে থেকেই চূড়ান্ত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া পরিস্থিতির দাবি মেনে ক্রিকেট শুধু নয়, দুনিয়ার সব খেলাই বন্ধ হয়ে রয়েছে। কবে সেসব চালু করা যাবে, কারোর জানা নেই।'

করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের জেরে তৈরি হওয়া নজিরবিহীন পরিস্থিতির কারণে আইপিএলের মতো মেগা প্রতিযোগিতা কী বিমা সংস্থার সাহায্যে আয়োজন করা যায়? এমন প্রশ্নের সামনেও রীতিমতো ভঙ্গুর দেখিয়েছে বোর্ড সভাপতির ডিফেন্স। মহারাজ বেশ অস্বস্তির সঙ্গে বলেছেন, 'সরকারি নির্দেশে পুরো দেশ এখন লকডাউন। তার মধ্যে এভাবে কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় কিনা, জানা নেই আমার। তাছাড়া সরকারি লকডাউনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বীমা কোম্পানি ঝুঁকি নিয়ে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব নেবে কিনা, তাও জানি না।'

এমনকি ভবিষ্যতে আইপিএল নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফের কোনও টেলিকনফারেন্স হবে কিনা, তাও জানাতে পারেননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এমন অবস্থার মধ্যে আজ রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর তরফে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্দরমহলে ত্রয়োদশ আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কলকাতা নাইট রাইডার্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস—কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকর্তাই ত্রয়োদশ আইপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। কেকেআরের এক কর্তা মুম্বই থেকে মোবাইলে বলেছেন, 'গোটা দেশ লকডাউন। তার মধ্যে আর যাই হোক না কেন, ক্রিকেট বা কোনও খেলাই সম্ভব নয়। মনে হয় না চলতি বছরে আইপিএল আয়োজন সম্ভব হবে। কারণ, প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দিলে তা কতদিন পিছোতে হবে, সেটাও তো আমরা জানি না।'

এমন অবস্থায় ২০২০ সালের আইপিএল পিছিয়ে ২০২১ সালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কার্যত আর কোনও রাস্তা নেই বিসিসিআইয়ের। অপেক্ষা শুধু চূড়ান্ত ঘোষণার।

> **গত দশদিনে পরিস্থিতির তেমন কোনও বদল হয়নি। আইপিএল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সময়ের সঙ্গে বর্তমানের ছবিটা খুব বেশি বদলায়নি। ফলে আমারও বেশি কিছু বলার নেই।**
> **–সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

নিজের শহরকে অচেনা লাগছে মহারাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : অখণ্ড অবসর। সময় যেন কাটতেই চাইছে না!

কিন্তু তার মধ্যেও বেহালার বীরেন রায় রোডের বাড়িতে বসে ভারতীয় ক্রিকেট থেকে শুরু করে নানা বিষয়ের দিকে কড়া নজর রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। করোনা ভাইরাস আতঙ্ক এমন তীব্র আকার নিয়ে খেলা থেকে শুরু করে গোটা দুনিয়াকে স্তব্ধ করে দিতে পারে, অনেকের মতো ভাবতেই পারেননি তিনিও।

কিন্তু এখন বাস্তবকে মেনে নেওয়া ছাড়া কারোর কোনো উপায় নেই। আর তাই সরকারি নির্দেশ মেনে সবাইকে বাড়িতে থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন বিসিসিআই সভাপতি। শুধু সাধারণ মানুষকে বাড়িতে থাকার আবেদন জানানোর মধ্যেই থেমে নেই মহারাজ। বরং হঠাৎ করে নিজের বদলে যাওয়া প্রিয় ও প্রাণের শহর কলকাতার শুনসান রাস্তার ছবি দেখেও তিনি অবাক, বিস্মিতও। ফাঁকা এজেসি বোস রোড ফ্লাইওভার, হাওড়া ব্রিজ, রেড রোডের ছবি মহারাজ তুলে ধরেছেন সোশ্যাল দুনিয়া টুইটারের মাধ্যমে। যেখানে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক লিখেছেন, 'কখনও ভাবিনি আমার নিজের শহরের এমন ছবি দেখব। সবাই নিরাপদে থাকুন। উন্নতি ও এগিয়ে চলার লক্ষ্যে ছবিটা দ্রুত বদলাবে। সবার জন্য রইল ভালোবাসা ও স্নেহ।' বিসিসিআই সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের এমন টুইট ভালোমতন সাড়া ফেলেছে গোটা দেশে। এই টুইট নিয়ে বিকেলের দিকে মহারাজের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর তরফে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে কিছুই বলতে চাইছিলেন না তিনি। পরে বললেন, 'কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা সবাই। সরকারি নির্দেশ সবাই মেনে চলুক, এমনটাই চাই। আর হ্যাঁ, প্লিজ সবাই বাড়িতে থাকুন। বাইরে বের হবেন না। আমি নিশ্চিত, খুব তাড়াতাড়ি দুঃসময় কেটে যাবে। আবার সবাই আগের মতো সুন্দর দিনগুলিতে ফিরে যেতে পারব।' প্রিন্স অফ ক্যালকাটার এমন আবেদন সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করে, এখন সেটাই দেখার।

করোনা আতঙ্ক ভুলে অনুশীলনে ডুবে অমিত

রোহতক, ২৪ মার্চ : করোনা প্রকোপ বাড়ছে। সারা দেশ জুড়ে এখন লকডাউন পরিস্থিতি। সবাই এখন গৃহবন্দি। তবে করোনা আতঙ্ক প্রভাব ফেলতে পারেনি ভারতীয় বক্সার অমিত পাঙ্ঘালের প্রস্তুতিতে। রোহতকে নিজের বাড়িতে বন্দি থাকলেও অনুশীলনে কোনও রকম ফাঁকি দিতে নারাজ বক্সার ২৪–এর এই বক্সার। বরং টোকিও অলিম্পিকে পদক জয়ের স্বপ্ন উসকে নিবিড় প্রস্তুতিতে ডুবে অমিত।

প্রতিদিন ভোর সকালে ঘুম থেকে ওঠা। তারপর স্যানিটাইজার দিয়ে গ্লাভস ধোয়া এবং নিজের ডায়েট চার্ট অনুসরণ করে প্রস্তুতি সারছেন অমিত। সঙ্গী না পেলেও দমে যেতে নারাজ তিনি। অমিতের কথায়, 'করোনা ভাইরাস আমার অলিম্পিক প্রস্তুতিতে কোনও রকম প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমি আমার লক্ষ্যে অবিচল রয়েছি। বাড়িতে থাকায় বাড়তি সুবিধে হয়েছে। আমি আরও বেশি করে অনুশীলন করতে পারছি।' সারা দেশ করোনা আতঙ্কে ডুবে। ঘর থেকে বেরোতে বারণ করেছে প্রশাসনও। কীভাবে সতর্ক থাকছেন? অমিত বলেন, 'প্রত্যেক ঘণ্টায় আমি হাত পরিষ্কার করছি। স্যানিটাইজার ব্যবহার করছি। আসলে জীবনে যেকোনও চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে আমি তৈরি।'

অমিতকে ঘিরেই টোকিও অলিম্পিকের মঞ্চে পদক জয়ের সম্ভাবনা দেখছে ভারতীয় ক্রীড়ামহল। অমিত নিজেও সেই স্বপ্ন পূরণে প্রত্যয়ী। তাঁর কথায়, 'বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। তাই বাড়ি হল রুমে বক্সিং রিং বানিয়ে নিয়েছি। ছাদে অনুশীলন করছি। পাশাপাশি মনঃসংযোগ বাড়াতে জোর দিচ্ছি যোগ অনুশীলনে।'

গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ফুটবলারের

লাগোস, ২৪ মার্চ : গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নাইজিরিয়ার জাতীয় দলে খেলা এক ফুটবলারের। মৃতের নাম আইফিয়ানি জর্জ। শুধু মৃত্যু নয়, নাইজিরিয়ার সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা অপহরণ করল জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করা আর এক ফুটবলারকে। অপহৃত ফুটবলারের নাম দায়ো ওজো।

২০১৭ সালে নাইজিরিয়ার হয়ে দুটো ম্যাচ খেলেছিলেন পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২৬ বছরের আইফিয়ানি জর্জ। রবিবার দুর্ঘটনার সময় জর্জের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন সতীর্থ ইমানুয়েল ওগবু। তাঁদের সঙ্গী ছিলেন পরিচিত একজন। তিনজনেই ছিলেন নাইজিরিয়ার ক্লাব এনুগু রেঞ্জার্সের ... (করোনা ভাইরাসের জন্য টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়ে যাওয়ায় গাড়িতে করে লাগোস ফিরছিলেন নাইজিরিয়ার ক্লাব এনুগু রেঞ্জার্সের এই ফুটবলার। অন্যদিকে, প্রচুর অর্থ মুক্তিপণের লোভে দুইবারের আফ্রিকান কাপজয়ী এনিম্বার স্ট্রাইকার ওজো এবং তাঁর সতীর্থকে গাড়ি থেকে অপহরণ করে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। নাইজিরিয়ায় ফুটবলার অপহরণ নতুন ঘটনা নয়, অতীতেও জাতীয় দলের তারকা জন ওবি মিকেল, প্রাক্তন কোচ স্যামসন সিয়াসিয়া অপহরণকারীদের পাল্লায় পড়েছেন।

টার্ফ বদলাচ্ছে ইউএস ওপেনের

নিউ ইয়র্ক, ২৪ মার্চ : ৪০ বছরে প্রথমবার। বদলে যাচ্ছে ইউএস ওপেনের কোর্ট সারফেসের টার্ফ। নতুনভাবে বিলি জেন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ইউএস টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। অত্যাধুনিক পলিমার টেকনোলজিতে প্রস্তুত লেকোল্ড হার্ড টার্ফ বসতে চলেছে ইউএস ওপেন এরিনায়। ১৯৭৮ সালে বসানো ডেকোটার্ফ তুলে ফেলা হচ্ছে। করোনা প্রকোপে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থমকে সমস্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৩১ আগস্ট ফ্ল্যাশিং মিডোর ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করার কথা আয়োজকদের। তার আগেই টার্ফের কাজ সেরে ফেলতে চায় কর্তৃপক্ষ।

গৃহবন্দি কোহলিকে পরামর্শ রাজুর

'এই সময়ে ব্যাটিংয়ের ভুলভ্রান্তি পর্যালোচনা করে নিক বিরাট'

চেন্নাই, ২৪ মার্চ : ক্রীড়া বিশ্বেও লকডাউন। বাইশ গজে ব্যাট–বলের ডুয়েল ভুলে গৃহবন্দি ক্রিকেট তারকারাও। টানা ক্রিকেটের ক্লান্তি ভুলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ। 'বাধ্যতামূলক' অবসর সময়ে কেউ আবার জোর দিচ্ছেন ফিটনেসে। কেউ সময় কাটাতে চান পুরোনো ম্যাচের ভিডিয়ো দেখে। তবে করোনার কারণে চলতি গৃহবন্দি পরিস্থিতিতে বিরাট কোহলিকে তাঁর ব্যাটিংয়ের ভুলভ্রান্তি নিয়ে পর্যালোচনার পরামর্শ দিলেন বেঙ্কটপতি রাজু।

গত নিউজিল্যান্ড সফর অত্যন্ত খারাপ কেটেছে বিরাটের। তিন ফর্ম্যাটে ১১ ইনিংসে করেছেন মাত্র ২১৮ রান। ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো প্রাক্তনরা যে ব্যর্থতার পিছনে বিরাটের ব্যাটিং টেকনিকে গলদ খুঁজেও পান। বলেছিলেন, 'শট খেলার সময় ব্যাট যেভাবে নামছে সেটাই মূল সমস্যা বিরাটের। ২০১৪–র ইংল্যান্ড সফরে জেমস অ্যান্ডারসনের সুইং সামলাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিল ও। নিউজিল্যান্ড সফরেও ঠিক সেটাই দেখলাম। ব্যাট আড়াআড়িভাবে নামছে। ফলে ব্যাট আর প্যাডের মাঝে ফাঁক থেকে যাচ্ছে।'

আজ বিরাটের ব্যাটিংয়ের সেই ভুলভ্রান্তির প্রসঙ্গ টেনে বেঙ্কটপতি রাজু বলেন, 'ফর্মে না থাকলে, কোনো কিছুই ঠিকঠাক হয় না। আর লম্বা যে ভুলভ্রান্তির কথা বলেছে, তা শুধরে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময়ও পায়নি ব্যস্ত ক্রীড়াসূচির জন্য। এমন কিন্তু সেই সময়টা রয়েছে ওর কাছে। নিজের ব্যাটিং পর্যালোচনা করে কোথায় কী ভুল হচ্ছে, সেটা দেখে নিতে পারে ও।' ভিডিও দেখে ব্যাটিং পর্যালোচনার পরামর্শ দিয়ে প্রাক্তন স্পিনার আরও বলেন, 'নিউজিল্যান্ড বোলাররা কোন লেংথে বল ফেলে ওকে সমস্যায় ফেলেছিল, সেটা দেখে নিতে পারে। বারবার কীভাবে আউট হয়েছে তাও বুঝে নিতে পারে। শট নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজেকে আরও বেশি কার্যকর করার সময় ও সুযোগ, দুটোই কিন্তু রয়েছে এই মুহূর্তে বিরাটের কাছে।'

নিউজিল্যান্ডে বিরাটের চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য অবশ্য কিউয়ি পেসারদেরও কৃতিত্ব দিলেন রাজু। টিম সাউদি, ট্রেন্ট বোল্টদের মুনশিয়ানার প্রশংসা করে রাজু আরও বলেন, 'বিরাট বিশ্বসেরা ব্যাটসম্যান। ও জানে নিজের উইকেটের মূল্য। নিউজিল্যান্ড বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে পরিবেশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানকে আটকে দিয়েছে।' রাজুর বিশ্বাস, বিরাট দ্রুত ব্যাটিং নিয়ে পর্যালোচনা করে নিজেকে শুধরে ফেলতে পারবে।

বিরাটের ফিটনেস নিয়ে যদিও কোনারকম প্রশ্নের অবকাশ নেই। আর ফিট বিরাটের নেপথ্য কারিগর বাঙালি ট্রেনার শংকর বসু। ফিট বিরাট প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'বিরাটের ওয়ার্ক এথিক অসাধারণ। নিজের শরীর সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহালও। বিভিন্নভাবে নিয়মিত এক্সারসাইজ করে নিজেকে ফিট রাখতে। আসলে স্কিপিং, পুশ–আপ, শাটলস, সুইস বলের মতো দৈনন্দিন রুটিন মেনে চললেই নিজেকে ফিট রাখা সম্ভব। বিরাট যা বাড়িতে থাকলেও, যা মেনে চলে।'

দাদা ক্রুণাল পান্ডিয়াকে 'জিরো ক্যালোরি' কেক দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা হার্দিকের।

চুক্তিপত্র থেকে বাদ স্টেইন

জোহানেসবার্গ, ২৪ মার্চ : দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়লেন ডেল স্টেইন। ২০২০–২১ মরশুমের জন্য ষোলো সদস্যের চুক্তিপত্র প্রকাশ করেছে প্রোটিয়া বোর্ড। যেখানে নাম নেই ৩৬ বছরের স্টেইনের। গত তিন বছর ধরেই চোট–আঘাত সমস্যায় জর্জরিত দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্পিডস্টার। তবে গত ফেব্রুয়ারিতেই তাঁকে মাঠে ফিরতে দেখা গিয়েছিল। সামনে টি২০ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মুখিয়ে রয়েছেন স্টেইন। তার আগে চুক্তি থেকে বাদ পড়া স্টেইন ভবিষ্যৎ জল্পনা উসকে দিল বইকি। এদিকে, স্টেইনের বাদ পড়ার দিনে বোর্ডের চুক্তিতে নতুন হিসেবে সংযোজিত হল বিউরান হেনড্রিকসের নাম। ১৬ জনের তালিকায় এনরিচ নর্ৎজে, ডোয়েন প্রিটোরিয়াস, রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের মতো তরুণদের নাম থাকাতেই পরিষ্কার, নতুনদের সুযোগ দিতে তৎপর গ্রেম স্মিথের দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড। পাশাপাশি তালিকায় নাম রয়েছে প্রাক্তন অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিরও। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখেই ডুপ্লেসির নাম বিবেচনা করেছে প্রোটিয়া বোর্ড। অন্যদিকে পাশাপাশি মেয়েদের বার্ষিক চুক্তিপত্রে ১৪ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা।

গৃহবন্দি গিলেসপি

মেলবোর্ন, ২৪ মার্চ : ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেই স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার জেসন গিলেসপি। বিশ্বকাপজয়ী অজি তারকা বর্তমানে বিলেতের কাউন্টি ক্লাব সাসেক্সের হেড কোচের দায়িত্বে। করোনার প্রকোপের জেরে ইংল্যান্ডে বন্ধ সমস্ত ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২৮ মে পর্যন্ত সমস্ত রকমের টুর্নামেন্ট স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসিবি–র তরফে। সাসেক্স কোচ তাদের প্রাক্‌ মরশুম প্রস্তুতি শিবির বাতিল ঘোষণা করেছে।

দৈনিক মজুরদের পাশে সানিয়া মির্জা

হায়দরাবাদ, ২৪ মার্চ : দৈনিক মজুরদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন সানিয়া মির্জা।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধে লকডাউন ভারতজুড়ে। অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাটুকু বাদ দিয়ে সব বন্ধ। দেশবাসীকে গৃহবন্দি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দৈনিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা মানুষদের যা অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে, কাজ নেই। অপরদিকে সংসার চালানোর দায়। আর এই মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নিলেন ভারতীয় টেনিস রানি। লক্ষ্য গৃহবন্দি, আর্থিকভাবে অবসন্ন মানুষদের মুখে দুবেলা খাবার ও অন্যান্য আবশ্যিক জিনিস পৌঁছে দেওয়া।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিয়ো বার্তায় আর্থিক সাহায্য করার জন্য সবার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সানিয়া যেখানে বলেছেন, 'গোটা বিশ্বই অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে নিজেদের আটকে রেখে অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা খোলা নেই আমাদের কাছে। কিন্তু আমাদের চারপাশে হাজার হাজার এমন মানুষ রয়েছে, যাঁদের এই সৌভাগ্য নেই। যাঁদের একদিন কাজে না বেরোলো দুবেলা খাবার জুটবে না। আসুন নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে এই মানুষগুলির পাশে দাঁড়াই।'

ইতিমধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছেন সমাজসেবী সংস্থা ও আরও কিছু মানুষকে পাশে নিয়ে। সানিয়া বলেন, 'কিছু মানুষ ও 'সাফা'র সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছি। আশাকরি, বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারব। কঠিন মুহূর্তে কিছুটা হলেও পার্থক্য আনতে পারব অসহায় পরিবারগুলির জন্য।'

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন ভারতীয় ক্রীড়াবিদ আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া তাঁর ছয় মাসের বেতন হরিয়ানার কোভিড–১৯ রিলিফ ফান্ডে জমা দিয়েছেন। গৌতম গম্ভীরও ৫০ লাখ টাকা দান করেছেন। প্রয়োজনের তুলনায় যদিও তা অপ্রতুল। তবে সানিয়ার বিশ্বাস, সবাই এগিয়ে এলে অনেক বেশি করে অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানো সম্ভব।

লিমিটেড ডিআরএসের ফল উৎসাহজনক : সাবা করিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের জেরে শেষ হওয়ে শেষ হয়নি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম। রনজি ট্রফির পর নিয়ম মেনে ইরানি ট্রফি করা যায়নি। প্রতিযোগিতা স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই আজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অন্দর থেকে রনজি ট্রফির নকআউট পর্বে ব্যবহার হওয়া লিমিটেড ডিআরএস নিয়ে আগামীর ভাবনা সামনে এসেছে। শুধু তাই নয়, ফাইনালে সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরে রানার্স হওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা দল লিমিটেড ডিআরএস নিয়ে যতই বিরক্তির কথা জানাক না কেন, বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট অপারেশনস ম্যানেজার সাবা করিম আজ অন্য কথা শুনিয়েছেন। এই প্রথমবার রনজির নকআউট পর্বে লিমিটেড ডিআরএস ব্যবহার হয়েছিল। যার পর ঋদ্ধিমান সাহাও দাবি তুলেছিলেন, 'ব্যবহার হলে পুরো ডিআরএস ব্যবহৃত হোক।' কিন্তু সাবা করিম জানাচ্ছেন, লিমিটেড ডিআরএসের ফল বেশ উৎসাহজনক। বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশনস ম্যানেজার আজ বলেছেন, 'লিমিটেড ডিআরএসের ফল দেখে আমি সন্তুষ্ট। বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার, কোচ, ম্যাচ অফিসিয়াল ও সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে আলাদাভাবে এব্যাপারে কথা হয়েছে আমার। সবাই সমর্থন জানিয়েছেন এমন ভাবনাকে। তবে আগামীদিনে পুরো রনজি ট্রফিতে ডিআরএস চালু করা বেশ কঠিন। কারণ, দেশের নানা প্রান্তে এমন অনেক মাঠে খেলা হয়, যেখানে পরিকাঠামোর সমস্যা রয়েছে।' এখানেই না থেমে সাবা করিম আরও বলেছেন, 'অতীতের কথা মাথায় রেখেই বলছি, লিমিটেড ডিআরএসের মাধ্যমে মাঠের আম্পায়ারের অনেক ভুল শোধরানো গিয়েছে এবার। আগামীদিনে রনজি নকআউটে এই ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে ভাবনা শুরু করেছি আমরা। সবমিলিয়ে, ক্রিকেটারদের থেকে যে বার্তা আমরা পেয়েছি, তা আগামীর জন্য বেশ উৎসাহজনক।'

রনজি ট্রফি

এদিকে, বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশনস ম্যানেজারের ভাবনা যাই হোক না কেন, বাংলার কোচ অরুণ লাল কিন্তু এখনও লিমিটেড ডিআরএস নিয়ে বেশ বিরক্ত। সন্ধ্যার দিকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বাংলার কোচ উত্তরবঙ্গ সংবাদ–কে বলছিলেন, 'আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি। বরাবরই আধুনিকতায় বিশ্বাসী আমি। ক্রিকেট মাঠে পদ্ধতির ব্যবহারে আমার আপত্তি নেই। তাই লিমিটেড ডিআরএসকে আগেই ওয়েলকাম করেছিলাম। কিন্তু লিমিটেড ডিআরএসের অভিজ্ঞতা আমার বা আমাদের দলের জন্য সুখের হয়নি। তাই আগামীদিনে লিমিটেডের বদলে ফুল ডিআরএস বোর্ড চালু করলে ভালো হয়।'

করোনা রুখতে বার্তা পেজের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকে একদিনের জনতা কার্ফিউকে স্বাগত জানিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। বাদ যাননি ক্রিকেটাররাও। আর এবার করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বার্তা দিলেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। টুইটারে পেজ লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর জনতা কার্ফিউয়ে দেশবাসী যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা প্রশংসনীয়। প্রত্যেকে সমবেতভাবে এগিয়ে এলেই আমরা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব, নিজেদের শহরকে সুরক্ষিত করতে পারব। সবাই বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, পরিবার–প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান। যা করতে ভালো লাগে সেটাই করুন।'

র‍্যাকেটের বদলে ফ্রাইং প্যান হাতে টেনিস লিয়েন্ডার পেজের।

ব্যাস, এখন দুঃখ আর নয়
দুঃখকে সুখে বদলান যিনি আস্থা ও কালা যাদু পারদর্শী
আপনি যেকোনও সমস্যায় জর্জরিত হলে, এখনই ফোন করে ঘরে বসে সমাধান পান
প্রেম–পরিবার, বিবাহে বাধা, গৃহ কলহ, সতিন বা শত্রুর থেকে পরিত্রাণ, ব্যবসায় মন্দা, ভূত–প্রেত, যাদু–টোনা প্রেম–বশীকরণ প্রভৃতি
বিশেষজ্ঞ : বশীকরণ, গুপ্তবিদ্যা
আপনার মেয়েকে কী আপনার জামাই, বাইরের লোক অথবা শ্বশুরবাড়ির লোক বিরক্ত করে?
বাবা আকবর খান
99906 55786 / 88009 79262

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১২২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ০৩৫৬১-২৩১৪৪৪, ০৩৫৬১-২২৪২১৪, ৯৬৪১২৯৬৩৩০। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ০৩৫৮২-২২৬৪৩০। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ০৩৫৬৪-২৫৯৪০১। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৩৪৮৮৮৩৫৬, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৪১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৬৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ২৫২৬৬৩৫, অফিস : ২৫২১৬৬১, ২৫২৬৯৯৩ ও ৯৫৬৪৪৪৮৮৮, নিউজ : ৭৮৭৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং : ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৬৯৭৭। ফ্যাক্স : ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৪/২৫২৬৯৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D–03/2003–08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in